এই সময়
রাজনৈতিক সংবাদ ও আপডেটেড খবরে No.1*
সংবাদপত্র
may YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

বোনের মতো সকলে থাক সেফ, ডিভাইস ফাইভের ছাত্রের

হেমাভ সেনগুপ্ত ■ সিউড়ি

বয়স মেরেকেটে ১০ বছর। উচ্চতা কত হবে...ফুট চারেক, বা একটু বেশি। পড়ে ফাইভে। সেই খুদেই মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে বানিয়েছে একখানা আস্ত ডিভাইস। যার মাধ্যমে বিপদ সঙ্কেত পাঠানো যাবে স্থানীয় থানায়।

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। ডিভাইস বানানোর কথা তার মাথায় আসে বছর খানেক আগে, যখন বোন রাজলক্ষ্মীর জন্ম হয়। সেই থেকেই মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা ঢুকে পড়ে ছোট্ট অনুরাগ মজুমদার ওরফে ইমনের মাথায়। বোনের নামেই ডিভাইসের নাম রেখেছে সে — আরএল (রাজলক্ষ্মী) ডিভাইস। পথেঘাটে যে কেউ বিপদে পড়লেই এই ডিভাইসের মাধ্যমে থানায় সঙ্কেত পাঠাতে পারবেন।

বীরভূমের লাভপুরে পশ্চিম কাদিপুর জুনিয়র হাইস্কুলের ক্লাস ফাইভের পড়ুয়ার সাফল্যের কথা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের জানান তৃণমূলের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। বালকের কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। ভবিষ্যতে যাতে সে ইচ্ছেমতো পড়াশোনা করতে পারে, গবেষণার জগতে বিনা বাধায় এগোতে পারে, তার জন্য যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাসও দেন প্রশাসনের কর্তারা।

লাভপুর বিডিও অফিসপাড়ার বাসিন্দা মুক্তিশ্বর মজুমদার ও মা সঙ্গীতা পণ্ডিতের সন্তান ইমন বরাবরই মেধাবী। মুক্তিশ্বর পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার, সঙ্গীতা একটি বেসরকারি স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষিকা। ছেলে এখনই মাত্র ৪০ সেকেন্ডে পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণীর ১১৮টি মৌলের নাম বলতে পারে। কিন্তু এই বয়সে ডিভাইস তৈরির ভাবনা ও উদ্যোগ রীতিমতো তাক লাগানো ব্যাপার।

ডিভাইসটা কেমন? এর মধ্যে রয়েছে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার।

লাভপুর

পরিকল্পনাটা হলো, ট্রান্সমিটার ডিভাইস থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে আর রিসিভার ডিভাইস থাকবে থানায়। দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে একটি অ্যাপ। এই হিউম্যান সিকিউরিটি অ্যালার্ট অ্যান্ড রেসকিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর নামই ইমন তার বোনের নামে রেখেছে। খুদের কথায়, 'যদি কেউ রাস্তায় কোনও বিপদে পড়ে, তা হলে ট্রান্সমিটার

বোন রাজলক্ষ্মীর নামে আরএল ডিভাইস তৈরি করেছে খুদে ইমন — এই সময়

ডিভাইসের বাটন প্রেস করলে জিপিএসের মাধ্যমে বিপদ সঙ্কেত পৌঁছে যাবে কাছের থানায়। রিয়েল টাইম এবং লাইভ লোকেশনও জানতে পারবে পুলিশ। কারণ বিপদ সঙ্কেত দিলেই থানায় বেজে উঠবে অ্যালার্ম। ওয়েব অ্যাপটির মাধ্যমে পুলিশ সেই ডিভাইসের লাইভ লোকেশন ট্র্যাক করে পৌঁছে যাবে সঙ্কেত পাঠানো ব্যক্তির কাছে। ডিভাইস ও অ্যাপটি তৈরি করতে ইমনের মাস সাতেক সময় লেগেছে।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সামনে উপস্থিত করা হয় ইমনকে। হাতে-কলমে ডিভাইসের ফাংশন বুঝিয়ে দেয় সে। বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায় তো রীতিমতো 'ইমপ্রেসড'। মুক্তিশ্বর বলেন, 'ছ'বছর বয়স থেকেই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির মতো নানা বিষয়ে কথা বলত। আমরাই সেগুলো তখন বুঝতাম না। পরে বিজ্ঞানের শিক্ষক, অধ্যাপকরা শুনে জানান, স্নাতকের ছাত্রদের পড়াশোনার বিষয় গড়গড় করে ঠিক ভাবে বলছে ইমন! আমরাও ওকে নানা ভাবে উৎসাহ দিতে শুরু করি।' মা সঙ্গীতা বলেন, 'বছর খানেক আগে বোনের জন্মের পরে ইমন আমাদের ডিভাইস বানানোর কথা জানায়।'

বিজ্ঞান পড়াশোনায় ইমনকে সাহায্য করেন লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বিভাস দত্ত। তাঁর কথায়, 'ছেলেটির আগ্রহ ও চেষ্টা আমাকে অভিভূত করেছে।' ইমন তার গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে দু'টি জিনিস চায় — ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি। জেলাশাসক বলেন, 'ওকে বিস্ময় বালক বললেও কম বলা হবে। ইমনের পড়াশোনা ও গবেষণার পথে আমরা সবরকম ভাবে পাশে থাকব। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ থেকেও সম্ভব হলে সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে।' তিনি জানান, লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের সঙ্গে কথা বলে ইমনের জন্য সেখানকার গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন।

লাভপুরের বিধায়ক অভিজিতের কথায়, 'পঞ্চম শ্রেণির একটা ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করছে! এ তো অবিশ্বাস্য। জেলাশাসককে আবেদন করেছি, ওর পড়াশোনার পথে পাশে থাকতে। উনিও আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আবেদন পৌঁছে দেব।'

কে বলতে পারে, সকলের সহযোগিতায় ইমন সত্যিই একদিন স্বপ্ন পূরণ করে মহাকাশ বিজ্ঞানী হবে না?

মিশনে কাজ করার শর্তে জামিন পেলেন গ্রেপ্তার হওয়া ৫ জুয়াড়ি

এই সময়, তমলুক: জুয়া খেলার 'সাজা' সেবামূলক কাজ!

অনলাইনে অবৈধ জুয়া খেলতে গিয়ে ধৃত পাঁচ জনকে ২০ দিন রামকৃষ্ণ মিশনে সেবামূলক

তমলুক আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) অভীককুমার চট্টোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন। জামিনের শর্ত হিসেবে, আদালতের নির্দেশ ছাড়া জেলার বাইরে না যাওয়া, সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে থানায় এসে আশ্রমের হাজিরা

কম্পিউটার সমেত অন্যান্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই মামলার সরকারি আইনজীবী সফিউল আলি খান বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যাম্বলিং অ্যান্ড প্রাইজ কম্পিটিশন অ্যাক্ট সেকশন ৩ ও ৪ জামিন অযোগ্য ধারাতে মামলা হয়। সব কিছু খতিয়ে

বাহবা জানিয়েছেন সকলে। জেলায় জোর চর্চা, বেপথু মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাজা এমনই হওয়া উচিত। দিঘা ডিএল স্কুলের শিক্ষক নন্দগোপাল পাত্র বলেন, 'অপরাধ কমাতে হলে এমন সাজার প্রয়োজন। ২০ দিন নয়, প্রয়োজনে

রদবদলের ইঙ্গিত, কোর কমিটির মিটিং ডাকছেন কেষ্ট

এই সময়, বোলপুর: তাঁর হাজতবাসের সময় জেলায় দল চালাতে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলমুক্তির পর ফের বীরভূমে দলের রাশ হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই কোর কমিটি তুলে দেওয়া হয়নি। যদিও এই কমিটি

ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থীর

এই সময়, কোচবিহার: উপনির্বাচনে সংরক্ষিত কোচবিহারের সিতাই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়ের

নিয়েই অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। সোমবার তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায়সিংহের চিফ ইলেকশন এজেন্ট মাসুদ হাসান বলেন, 'সিতাই বিধানসভাটি এসসি সংরক্ষিত।

তাঁদের সন্দেহ তৃণমূল প্রার্থীর জাতিগত শংসাপত্র ভুয়ো। প্রয়োজনে তাঁরাও এব্যাপারে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে সঙ্গীতা তাঁর হলফনামায় স্বামীর নাম জগদীশ বর্মা বসুনিয়া লিখেছিলেন। যিনি বর্তমানে